দৈনিক বাংলা

তারিখ 28/11/85
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

022

প্রাইমারী স্কুলের সময়

ভোরবেলা তালপাতা বগলে নিয়ে পাঠশালায় যাবার স্মৃতি মনে হয় না বেশী মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও দশটায় বসে আর চারটায় শেষ হয়।

তবে পাঠশালার যুগ না থাকলেও দেশের কোন কোন এলাকায় ভোরের দিকে স্কুল বসবার প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এ ধরনের কথা বলা হয়েছে কোন কোন মহল থেকে। কথাগুলি বলা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালকের একটি নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। এ নির্দেশে বলা হয়েছে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ই দশটায় বসবে এবং চারটায় শেষ হবে। এতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন রাজধানী ঢাকার কিছু কিছু অভিভাবক।

তাঁরা আপত্তি তুলেছেন তাঁদের বিরাজমান সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁদের কথায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া অধিকাংশ ছাত্রের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। ভোরের দিকে তাদের পড়াশুনা শেষ করতে পারলে বিকেলের দিকে তারা সাংসারিক কাজে কিছু সাহায্য করতে পারবে। অনেক সংসারে এই ছোট ছোট শিশুরাও নাকি অর্থ উপার্জনের ভূমিকা গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের সময় দশটা-পাঁচটা হলে তাদের পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি শিক্ষকদের অবস্থা বিবেচনা করে। দীর্ঘদিন ধরে ভোরের দিকে চাকরি করে তাদের সামাজিক জীবনে একটি রুটিন নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই রুটিন ভাঙতে হলে এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁরাও বিপদে পড়বেন। কারণ অনেককেই বাড়তি পরিশ্রম করে বাজেটের ফাঁক ভরতে হয়।

তৃতীয় আপত্তি চাকরিজীবীদের তরফ থেকে। স্কুলের সময় আটটা-দুটো হলে ছেলেমেয়েদের আনা-নেওয়া নাকি সুবিধা হয়। যে কোন অভিভাবক অফিসে যাওয়া-আসার পথে এই বাড়তি দায়িত্বটুকু পালন করতে পারেন। কিন্তু দশটা-চারটা স্কুলের সময় হলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনাকবলিত রাজধানীতে প্রতিদিনই বাচ্চাদের নিয়ে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়।

এই আপত্তিগুলি মোটামুটিভাবে শহর এলাকার লোকের। এ নিয়ে গ্রামের মানুষের কোন মাথাব্যথা আছে বলে অন্তত আমরা জানি না। তবু আমাদের মনে হয় প্রাথমিক স্তরে পাঠশালার যুগের অতীত ঐতিহ্য বহাল রাখা বোধহয় খুব একটা খারাপ নয়। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় গ্রামে-গ্রামান্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ভোরের দিকে বসলে হয়তো লেখাপড়া তুলনামূলকভাবে ভাল হত। যদিও এ ব্যাপারে আমরা কোন চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করছি না। শুধু আশা করব যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচী নিয়ে পুরান ঢাকার কতিপয় অভিভাবকের আপত্তি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখতে পারেন।